জিনরাজা মারেদ

মেদওয়ান সানী

স্বরবর্ণ

জিনরাজা মারেদ
(বিদেশি গল্প অবলম্বনে)
রেদওয়ান সামী
স্বত্ব : প্রকাশক
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০২১
প্রকাশক
ভরবর্ণ
৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭৮৭-০০৭০৩০
Email : info.shoroborno@gmail.com
পরিবেশক
মাকতাবাতুল হাসান
অনলাইন পরিবেশক : rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ্ মুন্না
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা
মূল্য : ৬০ টাকা

©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

Jinnraja Mared By Redwan Samy, Published by : Shoroborno, 1st Edition : March 2021, Price Tk. 60, ISBN : 978-984-8012-75-8

অর্পণ

কেউ কেউ এমনও আছে, অন্যের প্রতি যার স্নেহ, ভালোবাসা আর মায়ার ঘড়া কানায়কানায় ভরা। কিন্তু মুখের কথায় ভালোবাসার খই ফোটে না, কিংবা নাচে না চোখের তারায় মায়ার বকুল।

আমাদের বাবা তেমনই একজন। বাবা কোনোদিন আমাদের নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাননি, স্কুল মাদরাসার কায়কারবার মা-ই দেখেছেন সব। আমার মনে পড়ে না, আমি কখনও বাবার হাত ধরে হেঁটেছি কি না। কখনো সখনো হাটে-বাজারে গিয়েছি বটে, তবে সেটা নেহায়েত জরুরতে।

আমাদের বাবা এমনই একজন মানুষ। তবু মনে হয়, বাবার হৃদয়টা আস্ত একটা স্নেহের রাজপ্রাসাদ। সে প্রাসাদে বাবা লুকিয়ে রেখেছেন আমাদের জন্য অঢেল ভালোবাসা, মায়া আর স্নেহের হাস্নাহেনা।

দৈত্য অজগরের সঙ্গে লড়াই হলো। এই লড়াইয়ে হাসান হারিয়ে দিলো অজগরকে। আর পেয়ে গেল রাজমুকুটের একটা নীলমণি। নীলমণিটা নিয়ে হাসান রাজমুকুটে বসিয়ে দিলো। বাকি নীলমণিগুলো খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? কোথায় পাবে সে বাকি নীলমণিগুলো! হাসানের জানা নেই। হাসান ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে কেটে যায় দিন, পেড়িয়ে যায় রাত। কোনো পথই হাসান খুঁজে বের করতে পারে না।

একদিনের কথা। হাসান বসে ছিল মায়ের সামনে। মা নলখাগড়া দিয়ে ঝুড়ি বানাচ্ছে বসে বসে। হাসান তাকিয়ে আছে, মায়ের কাজ দেখছে। তার দৃষ্টি এখানে থাকলেও মনটা পড়ে আছে ভাবনার রাজ্যে। টইটই করে খুঁজে ফিরছে বাকি নীলমণিগুলো পাওয়ার কোনো উপায়। দুই হাতে মুখ ঠেকিয়ে, হাঁটুতে ভর করে হাসান বসে আছে। ওকে এভাবে বসে থাকতে দেখে মা বললেন,

হ্যাঁ রে, তুই কি এখনো বাকি নীলমণি গুলোর কথাই ভাবছিস? ছাড় ওসব। যদি থাকে নসিবে আপন ইচ্ছায় আসিবে। এত ভাববার কী আছে?

হাসান মায়ের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। তারপর গম্ভীর স্বরে বলল,

নসিবে আছে বলে চুপচাপ বসে থাকব? আল্লাহ্ তাআলা বুদ্ধি দিয়েছেন, সেই বুদ্ধি একটু খরচ করে ভেবে দেখতে দোষ কী? কিন্তু একটু না, অনেক বুদ্ধি খরচ করে ফেলেছি। কোনো কিনারা করতে পারলাম না। একটা উপায়ও বের করতে পারলাম না। তুমি একটু ভাবো না!

হাসান বসে আছে মায়ের সামনেই। তবে মায়ের মনে হলো, হাসান এখানে নেই। অনেক দূর থেকে কথা বলছে। যেন ওর বয়স বেড়ে হয়ে গেছে ৭০/৮০। মা চুপ হয়ে গেলেন। তার হাতের কাজ থেমে গেল। মায়ের এমন হাবভাব দেখে হাসান অবাক চোখে তাকাল মায়ের দিকে। তিনি মুচকি হেসে বললেন,

হাসান, তোর আর ভাবতে হবে না। পথ পেয়ে গেছি।

মায়ের কথা শুনে হাসানের মুখ হা হয়ে গেল। বলল,

তাই নাকি, কীভাবে?

মা বললেন,

মনে আছে, প্রথম মণিটা খুঁজে পাওয়ার আগে তুই বলেছিলি...।

মাকে থামিয়ে দিয়ে হাসান বলল,

কী বলেছিলাম?